গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১ম ১২তলা সরকারি অফিস ভবন (১১তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
(www.bkkb.gov.bd)

বিষয়: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১৭/০৯/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৭তম সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব সত্যব্রত সাহা
মহাপরিচালক (সচিব)
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

সভার তারিখ : ১৭/০৯/২০১৯ খ্রি.

সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা

সভার স্থান : বোর্ডের সভা কক্ষ।

সভায় কর্মকর্তাগণের উপস্থিতি : পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য পরিচালক (প্রশাসন)-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (প্রশাসন) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

০৩। পরিচালক (প্রশাসন) সভায় অবহিত করেন যে, বোর্ডের ৩০/০৬/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৬তম সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী বোর্ডের সকল কর্মকর্তাগণের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণীর সংশোধন/সংযোজন সম্পর্কে কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে আলোচনান্তে সর্বসম্মতভাবে কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত (Confirm) করা হয়।

০৪। পরিচালক (প্রশাসন) সভায় ৩০/০৬/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৬তম সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং আলোচ্যসূচি অনুযায়ী অন্যান্য বিষয় উপস্থাপন করেন। সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০১।	বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	পরিচালক (উন্নয়ন) সভায় উল্লেখ করেন যে, চট্টগ্রামে অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টারের স্থানে নতুনভাবে বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে স্থাপত্য অধিদপ্তর সর্বশেষ পত্রের মাধ্যমে সভা আহবান করার প্রস্তাব করেছিলেন এবং বারবার চিঠি দেয়া হয়েছিল এবং বারবার তাগিদও দেয়া হয়েছিল কিন্তু নক্সা দেয়নি মর্মে উন্নয়ন শাখা হতে জানানো হয়। বোর্ডের নামে জমি নেই সেখানে উন্নয়ন বাস্তবায়ন করতে গেলে নক্সা আন্ত:মন্ত্রণালয়ের বৈঠকের মাধ্যমে অনুমোদন নিতে হয়। সেজন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। উপপরিচালক, খুলনা সভায় অবহিত করেন যে, জেলা প্রশাসক খুলনাকে চিঠি দিয়েছেন। এটি নামমাত্র মূল্য নির্ধারণ করার জন্য জেলা প্রশাসক, খুলনা ও সহকারী কমিশনার (ভুমি), খুলনা সদর-কে চিঠি দিয়েছেন ওটা হলেই কাজ শুরু করে দিতে পারেন মর্মে জানান। পরিচালক (প্রশাসন) আরও জানান যে, কর্মচারীদের সুবিধার জন্য চট্টগ্রাম এবং খুলনা বিভাগীয় শহরগুলোতে সরকার যে	(১) বোর্ডের চট্টগ্রাম কমিটিউনিটি সেন্টারের স্থানে বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য নক্শা প্রণয়নের বিষয়ে আউটসোর্সিং এর চাহিত বাজেটের মাধ্যমে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে নক্শা তৈরি করতে হবে। পরিচালক (প্রশাসন) তাঁর পরিচিতি কয়েকজনের সাথে কথা বলেছেন তারা ৫,০০,০০০-১০,০০,০০০/- টাকার মধ্যে নক্সাটি করে দিতে পারবেন বলে জানিয়েছেন। সে অনুযায়ী তাদের মাধ্যমে নক্সাটি করে নিতে হবে। (২) আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকের মাধ্যমে গণপূর্ত থেকে জমিরি মালিকানার রেকর্ড সংশোধন করে বোর্ডের নামে নিতে হবে। (৩) জেলা প্রশাসক, খুলনা ও সহকারী কমিশনার (ভুমি),	(১) পরিচালক (উন্নয়ন) ও উপপরিচালক (উন্নয়ন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়। (২) উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও ময়মনসিংহ। (৭) পরিচালক (উন্নয়ন)।

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
		আবাসিক কমপ্লেক্স নির্মাণ করেছিল সেগুলোর সাথে কমিউনিটি সেন্টারও নির্মাণ করা হয়। কিন্তু এ সেন্টারগুলো কে দেখাশুনা করবে তখন এগুলো বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডকে সরকার দিয়ে দেয়। কিন্তু রেকর্ড থেকে যায় গণপূর্ত এর নামে। কিন্তু চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের তৎকালীন উপপরিচালক নাজনীন কাউসার চৌধুরী কিছু উদ্যোগের মাধ্যমে এটি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দখলে নেন। বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভায় সমন্বিত সিদ্ধান্ত হয় যে, যে সমস্ত সম্পত্তিগুলো বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, জেলা প্রশাসন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত অধিদপ্তর ব্যবহার করে থাকে সেগুলো গণপূর্ত এর নামে না হয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের নামে করতে হবে। এরপর রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক জানান যে, ৬৬ শতক জমির প্রতিকী মূল্যের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল জানান যে, বিভাগীয় কমিশনারকে চিঠি দেয়া হয়েছে যে, সদর কমপ্লেক্সে যে জমি রয়েছে সেখানের বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জমি রয়েছে। সেখানে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের অফিস করার জন্য ১ বিঘা জমি চাওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ কমপ্লেক্সে কোন কোন অফিস আসবে সেটা বিভাগ থেকে দেয়া সম্ভব না সেটা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রস্তাব দিতে হবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে তারা চিঠি দিয়েছে এখন জনপ্রশাসন যদি বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়কে জমি দেয়ার প্রস্তাব দেয় তাহলে তারা দিবে। ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক জানান যে, বোর্ড কমপ্লেক্স করার জন্য বিভাগীয় কমিশনার অফিসে চিঠি দেয়া হয়েছে, চিঠির জবাব তারা প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করেছেন। তারা সেখানের জানিয়েছেন যে, আলাদা আলাদা করে কোনটিতে কতটুকু জায়গা লাগবে সেটি নির্দিষ্ট করে দেয়ার জন্য।	খুলনা সদর এর সার্বক্ষনিক যোগাযোগের মাধ্যমে জমির মালিকানা ঠিক করতে হবে। (৪) ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন সরকারি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টারগুলোকে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের আওতায় আনার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। (৫) অফিস স্থাপনের বিষয়ে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত পত্রের সূত্র ধরে এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও কল্যাণ বোর্ড অফিস স্থাপন করার জন্য যেন জমি পায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। (৭) রংপুর বিভাগীয় কমিশনার নিকট চাহিত তথ্যাদির জবাব পাওয়ার পর প্রতিকী মূল্যে জমি নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (৮) বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রদেয় চিঠির জবাব প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।	
০২।	মাসিক কল্যাণ ভাতার কার্ডভিত্তিক হিসাব ব্যাংক ও বোর্ডের প্রধান এবং বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের রিকনসাইল করে সমন্বয় করা	প্রধান কার্যালয়ের উপপচিালক (প্রশাসন) জানান যে, প্রধান কার্যালয়ের রিকনসাইলের কাজ শেষ করার জন্য চুক্তিভিত্তিতে কয়েকজন লোককে ডাকা হয়েছে। তারা আসলে তাদের সাথে কথা বলে কাজ শুরু করার কথা বলেছেন। ঢাকার উপপরিচালক জানান যে, তাদের ব্যাংক রিকনসাইল শেষ। ব্যাংকের সাথে বারবার যোগাযোগ করার পরও কোন রেসপন্স পাচ্ছেন না। ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে হিসাব আছে কিন্তু ব্যাংকের কাছে	(১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয় ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখের মধ্যে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে রিকনসাইলের জন্য নিজের হিসাব সম্পন্ন করবে। (২) উপপরিচালক, ঢাকা জানান যে, জুন, ২০১৮ পর্যন্ত অফিস কর্তৃক হিসাব সম্পন্ন করা হয়েছে। ব্যাংক হতে কোন তথ্য না পাওয়ায়	১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। ২। পরিচালক/উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
		কোন তথ্য নেই। প্রতি মাসেই চিঠি দিচ্ছে, তারা বার বার সময় নিচ্ছে কিন্তু তাদের কাছে কোন তথ্য নেই। বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক জানান যে, তাদের ৩১ ডিসেম্বর/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ব্যাংক রিকোনসাইল শেষ। ব্যাংক তাদের কাছে কোন টাকা পাবে বরং ব্যাংকে আরও টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। তাদের এবং ব্যাংকের হিসেবের সাথে ঠিক আছে। রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক জানান যে, তাদের নভেম্বর/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ব্যাংক রিকনসাইল শেষ। কোন টাকা পাওয়ানা নেই। খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক জানান যে, ব্যাংক রিকনসাইলের কাজ আগে যিনি করতেন তিনি বদলীজনিত কারনে চলে আসায় সম্প্রতি হিসারক্ষক এবং কম্পিউটার অপারেটর এই দুজনকে রিকনসাইলের উপর ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। এখন তাদের দুজনকে দিয়ে বাকী কাজ শেষ করবেন তার কার্যালয় হতে ব্যাংক কোন টাকা পাবে না। এছাড়া আর কোন সমস্যা নেই। ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক জানান যে, তারা ডিসেম্বর/২০১৯ হতে চিঠি দিবেন। রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক জানান যে, তাদের রিকনসাইলের কাজ শেষ করার জন্য দু'মাস সময় চেয়েছেন। চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক জানান যে, ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত ব্যাংকের সাথে সমস্ত হিসেব ক্লিয়ার। তারা কোন টাকা পাবে না।	রিকনসাইল করা সম্ভব হচ্ছে না। ব্যাংকে বারবার তাগিদ পত্র দেয়া সত্বেও তারা কোন সহাযোগিতা করছে না। (৩) পরিচালক, রংপুর ও বরিশাল এবং উপপরিচালক, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত রিকনসাইল সম্পন্ন করেছে। ব্যাংক কোন টাকা পাবে না মর্মে মৌখিকভাবে জানিয়েছেন। (৪) উপপরিচালক, রাজশাহী জানান যে, পূর্বে ব্যাংক ১৩.০০ কোটি টাকা পাবে মর্মে চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছেন। ইতোমধ্যে বকেয়া ৫.০০ কোটি টাকা প্রদান করা পর বর্তমানে ব্যাংক কোন টাকা পাবে মর্মে জানায়নি।	
০৩।	তথ্য প্রযুক্তি সুবিধাদি (আইটি ফ্যাসিলিটিজ) ও প্রশিক্ষণ	সভায় অবহিত করা হয় যে, প্রশিক্ষণ যেন কার্যকর হয়। প্রত্যেক কর্মচারী যেন তার নিজ নিজ ক্ষেত্রে ভাল কাজ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা। সবচেয়ে বেশি প্রশিক্ষণ দিয়েছে রংপুর বিভাগীয় কার্যালয় ৮২৬ ঘন্টা, দ্বিতীয় অবস্থানে আছে খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়। তারা প্রশিক্ষণ দিয়েছে ৬৩২ ঘন্টা। সবচেয়ে কম প্রশিক্ষণ দিয়েছে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়। তারা প্রশিক্ষণ দিয়েছে মাত্র ৭৫ ঘন্টা।	(১) বোর্ডের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল অনুযায়ী ৬০ ঘণ্টা আবশ্যিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রশিক্ষণের নামে যেন প্রতিবেদন দেয়া না হয়। (৩) প্রশিক্ষণ বাস্তবসম্মত এবং ব্যয় সাশ্রয়ী হতে হবে। কোন কিছুর অপচয় যেন না হয়। প্রশিক্ষণের নামে যেন শুধু প্রতিবেদন জমা দেয়া না হয়।	১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। ২। পরিচালক/ উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ। ৩। প্রোগ্রামার ও সহকারী প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪।	মাসিক কল্যাণ ভাতায় কার্ড নম্বরের শুরুতে প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ের কোড	সভায় অবহিত করা হয় যে, কল্যাণ ভাতা, যৌথবীমা ও দাফন/ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নতুন সফটওয়্যার তৈরির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং নতুন সফটওয়্যার কাজ ৯০% সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যার তৈরির সময় প্রতিটি কার্ডের শুরুতে জিও কোড	(১) কল্যাণ ভাতা, যৌথবীমা ও দাফন/ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নতুন সফটওয়্যারের মাধ্যমে আগামী নভেম্বর, ২০১৯ তারিখের মধ্যে এ সেবা প্রধান কার্যালয়ে চালু করতে হবে।	১। প্রোগ্রামার ও সহকারী প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, ঢাকা।

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	নম্বর প্রদান	অনুযায়ী প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য আলাদা আলাদা কোড নম্বর প্রদান করা হবে। পরিচালক (উন্নয়ন) জানান যে, শিক্ষা বৃত্তির সফট্ওয়্যারে কিছু সমস্যা হচ্ছে। এজন্য শিক্ষা বৃত্তির টাকা প্রদান করা যাচ্ছে না। বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক জানান যে, মফস্বল এলাকায় যেখানে ব্যাংকগুলো অনলাইন এর আওতায় আসেনি সে ক্ষেত্রে শিক্ষাবৃত্তির টাকার দিতে সমস্যা হচ্ছে।	ধীরে ধীরে বিভাগীয় কার্যালগুলোতে চালু করতে হবে। (২) শিক্ষা বৃত্তির সফট্ওয়্যারে সমস্যা সমাধানের জন্য পরিচালক (উন্নয়ন) নেতৃত্বে সফ্টওয়্যার কোম্পানির সাথে সভা করে কি কি সমস্যা ও এ সমস্যা হতে কিভাবে উত্তোরণ করা যায় সে বিষয়ে সমাধান করতে হবে। (৩) মফস্বল এলাকায় যেখানে ইএফটি করা যায় না, সেখানে চেকের মাধ্যমে টাকা দিতে হবে।	২। পরিচালক (উন্নয়ন), উপপরিচালক (উন্নয়ন), প্রোগ্রামার ও সফ্টওয়্যার কোম্পানির সাথে সভা। (৩) ইএফাটি নেই যে এলাকায় সেসব উপপরিচালকগণ।
০৫।	মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্বাস্থ্যবিষয়ক কোর্স চালু এবং পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগে চালু করা।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কারিগরি প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্যবিষয়ক কোর্স সকল বিভাগে ক্রমান্বয়ে চালুর ব্যবস্থা করতে হবে। এ লক্ষ্যে জুলাই/২০১৯ হতে স্বাস্থ্যবিষয়ক কোর্স চালু করে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এখনও কোন ছাত্রী পাওয়া যায়নি।	পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগে স্বাস্থ্যবিষয়ক কোর্স চালূ করতে হবে। অভিন্ন কোর্সে ভিন্ন প্রশ্নপ্রত্রে পরীক্ষা নেয়া হবে।	পরিচালক (উন্নয়ন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
০৬।	সাধারণ চিকিৎসা অনুদান ও ব্যাংক রিকনসাইল সংক্রান্ত সফটওয়্যারের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	(১) আগষ্ট, ২০১৯ মাসের মধ্যে সফটওয়্যারে ক্ষুদেবার্তার বিষয়ে আপডেট করতে হবে যাতে একাধিক আপত্তির বিষয়ে আবেদনকারী অবগত হতে পারে। (২) সাধারণ চিকিৎসা অনুদান ও ব্যাংক রিকনসাইল সংক্রান্ত সফটওয়্যার ময়মনসিংহ ব্যাতিত সকল বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রদান করা হয়েছে।	আপত্তি কমন করতে হবে এবং একাধিক আপত্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে।	প্রোগ্রামার ও সহকারী প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৭।	বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ট্রেড কোর্সের সিলেবাস ও পরীক্ষা অভিন্নকরণ	প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে সব কোর্সসমূহের জন্য মানসম্মত সিলেবাস চালুর বিষয়ে আলোচনান্তে একমত পোষণ করা হয়। অভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করায় তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় মর্মে সভায় একমন প্রকাশ করে। সার্টিফিকেটে দুইজন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তার স্বাক্ষর থাকবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। একজন সহকারী পরিচালক অথবা সহকারী প্রোগ্রামার এবং আরেকজন বিভাগীয় প্রধান।	(১) সব ধরনের কোর্সের জন্য মানসম্মত সিলেবাস ও বিভিন্ন কোর্সসমূহের জন্য একই সিলেবাসে পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। (২) বিভাগীয় কার্যালয়ের বিভিন্ন কোর্সের সার্টিফিকেটে ১ম শ্রেণির ২ জন্য কর্মকর্তা স্বাক্ষর করবেন।	১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়। ২। পরিচালক/ উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।
০৮।	অনুদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিলম্বের সময়সীমা	যৌথবীমা, মাসিক কল্যাণ ভাতা ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদানের ক্ষেত্রে মৃত্যুর তারিখ হতে আবেদন করার সময়সীমা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মৃত্যুর ৫-১০ বছর পরও অনুদান প্রাপ্তির আবেদন আসে। এসব আবদনে সঠিক তথ্য থাকে না। পরবর্তী তৈরি করা কাগজে আবেদন করা হয়। মৃত্যুর পর আবেদনের ক্ষেত্রে বিলম্বের সময়সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।	বিভিন্ন অনুদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর সর্বোচ্চ ৩ বছরের মধ্যে আবেদন করতে হবে। ১ জুলাই, ২০১৯ তারিখ হতে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যেতে পারে। তবে মামলা বা অন্য কোন আইনী কারণে বিলম্ব হলে তা বিবেচিত হবে।	১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়। ২। পরিচালক/ উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।
০৯।	বিভিন্ন অনুদান বৃদ্ধির ফলে	**কল্যাণ ভাতা:** ১ জুলাই, ২০১৯ হতে যারা মৃত্যুবরণ করবেন তাদের আবেদনের ক্ষেত্রে	(১) কল্যাণ ভাতা, যৌথবীমা, দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার	১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	বোর্ডের করণীয়	১,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২,০০০/- টাকা করা হয়েছে। এ বৃদ্ধির ফলে কল্যাণ ফান্ডের ব্যয় বেড়ে দ্বিগুন হতে পারে। কল্যাণের বর্ধিত চাঁদার অর্থ যাতে সঠিকভাবে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সংশ্লিষ্ট খাতে আনয়ন করা যায় সে বিষয়ে হিসাব শাখাকে দায়িত্বশীল হতে হবে। **যৌথবীমা:** ১ জুলাই, ২০১৯ হতে যারা মৃত্যুবরণ করবে তাদের ক্ষেত্রে এক লাখ হতে দুই লাখ টাকা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বীমা শাখা যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ ও যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পূর্ণাঙ্গ নথি পেশ করবে। **জটিল চিকিৎসা:** ১ জুলাই, ২০১৯ হতে যারা চিকিৎসা গ্রহণ করবেন তাদের ক্ষেত্রে নতুন হার ভাতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এর পূর্বের ব্যয় বিবেচনায় আসবে না। সংশ্লিষ্ট শাখা এ বিষয়গুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করবে। **সাধারণ চিকিৎসা:** ১ জুলাই, ২০১৯ হতে যারা চিকিৎসা গ্রহণ করবেন তাদের ক্ষেত্রে নতুন হার ভাতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এর পূর্বের ব্যয় বিবেচনায় আসবে না। সংশ্লিষ্ট শাখা এ বিষয়গুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করবে। চিকিৎসা সাহায্যের পূর্বের স্লাব সংশোধন করে নতুন স্লাব তৈরী করতে হবে। **দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া:** ১ জুলাই, ২০১৯ তারিখে হতে মৃত/অবসরপ্রাপ্ত/অক্ষম কর্মচারী পরিবারের কেহ মৃত্যুবরণ করলে ৫০০০/- টাকার পরিবর্তে ১০,০০০/- টাকা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বিভাগীয় সকল কার্যালয়কে এ সব সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা অবগত করানো প্রয়োজন।	অনুদানের জন্য ১ জুলাই, ২০১৯ হতে মৃত্যুবরণকারীর পরিবার থেকে আবেদন প্রাপ্তির পর কল্যাণ ভাতা ১,০০০/- টাকার স্থলে ২,০০০/- টাকা, যৌথবীমা ১.০০ লাখ টাকার স্থলে ২.০০ লাখ টাকা এবং দাফন/ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ৫,০০০/- টাকার স্থলে ১০,০০০/- টাকা প্রদান করা হবে। (২) জটিল ও সাধারণ চিকিৎসা অনুদান: ১ জুলাই, ২০১৯ হতে যারা চিকিৎসা গ্রহণ করবেন তাদের ক্ষেত্রে নতুন হারে জটিল রোগের জন্য সর্বোচ্চ ২.০০ লাখ এবং সাধারণ চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ ৪০,০০০/- টাকা প্রদান করা হবে।	কার্যালয়। ২। পরিচালক/ উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।
১০।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চাকরি প্রবিধানমালা সংশোধন	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চাকুরি প্রবিধানমালায় কিছু অসঙ্গতি থাকায় এবং নতুন কিছু পদ সৃষ্টি হওয়ায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর তফসিল সংশোধনের খসড়া সভায় উপস্থাপন করা হলো।	আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে সকল বিভাগীয় কার্যালয় হতে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর সংশোধির বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।	১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়। ২। পরিচালক/ উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।
১১।	বিবিধ (ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা: (খ) ই-ফাইলিং চালুকরণ,	(ক) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়ের সাথে বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর এবং এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগনের নিকট হতে জানা যেতে পারে। (খ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ের শতভাগ ই-	(ক) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়ের সাথে বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। (খ) প্রধান কার্যালয়ের শতভাগ ই-নথি মাধ্যমে নথি	১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়। ২। পরিচালক/ উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	GRS ও নাগরিক সনদের বাস্তবায়ন।	নথি সিস্টেমের মাধ্যমে নথি উপস্থাপন করতে হবে। বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে ই-নথির মাধ্যমে নথি উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এছাড়া GRS ও নাগরিক সনদ অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।	উপস্থাপন করতে হবে এবং বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে ই-নথির মাধ্যমে নথি উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। (গ) GRS ও নাগরিক সনদ অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।	

১২। মহাপরিচালক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে যার যার জায়গা থেকে নতুন কিছু তৈরি করার জন্য অনুরোধ করেন। যেন বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডকে সকলের কাছে অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি পায়।

১৩। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সত্যব্রত সাহা
মহাপরিচালক (সচিব)
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

নথি নং: ০৫.৮১.০০০০.০০২.০১.০১৫.৯২ (খন্ড-১)- ১০১১ তারিখ: ৭/১০/২০২০খ্রিঃ

অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ:

০১। পরিচালক (প্রশাসন)/পরিচালক(উন্নয়ন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল/রংপুর।
০৩। উপপরিচালক(প্রশাসন)/ উপপরিচালক (উন্নয়ন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/ সিলেট/ময়মনসিংহ।
০৫। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য)।
০৭। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)/সহকারী পরিচালক (কর্মসূচি), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৮। সহকারী প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৯। হিসাবরক্ষণ অফিসার, কল্যাণ তহবিল/যৌথবীমা তহবিল/বোর্ড তহবিল (রাজস্ব), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১০। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবহিতকরণের জন্য)।
১১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবহিতকরণের জন্য)।
১২। অফিস কপি।

০৭/১০/২০

(এ, কে, এম, আজিজুল হক)
উপপরিচালক (প্রশাসন)
ফোন: ৯৩৩০৮০৫